৭

মূল্যবিপ্লব ঃ কারণ ও প্রতিক্রিয়া

ষোড়শ শতাব্দীর শুরু থেকেই পশ্চিম ইউরোপে নিত্য ব্যবহার্য পণ্যের মূল্য, প্রায় দেড়শো বছর সুস্থির থাকার পর, ঊর্ধ্বমুখী হতে আরম্ভ করে। শতকের সূচনা থেকে ১৫৪০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই বৃদ্ধি অব্যাহত থাকে এবং শতাব্দীর শেষে খাদ্যশস্যের দাম প্রায় সাড়ে পাঁচ গুণ বেড়ে যায়। পশ্চিম ইউরোপের অর্থনৈতিক জীবনে এই ঘটনা এমনই অভাবিত, ফলাফল এমনই ব্যাপক এবং দূরপ্রসারী ছিল যে তাকে পণ্য মূল্যবৃদ্ধি না বলে মূল্যবিপ্লব আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে। মূল্যবিপ্লবের কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য ছিল স্পষ্ট ঃ (ক) খাদ্যশস্যের আকস্মিক চাহিদা বৃদ্ধি এবং সে কারণে তার মহার্ঘ হয়ে ওঠা। (খ) কৃষিজ পণ্যের তুলনায় শিল্পজাত পণ্যের মূল্য কম বাড়লেও, গোটা পশ্চিম ইউরোপে দেখা দেয় অভূতপূর্ব এক মুদ্রাস্ফীতি এবং এ কারণে প্রকৃত আয়ের হ্রাস প্রাপ্তি। (গ) ভূমি রাজস্বসহ ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে শুল্ক, তোলা ইত্যাদির হার বৃদ্ধি এবং ফাটকাবাজির আবির্ভাব। (ঘ) কেবলমাত্র ভূমিস্বত্বাধীনতা থেকে জমির বিক্রয়যোগ্য পণ্যে পরিণত হওয়া এবং (ঙ) লাদুরির মতে (Ladurie) এ জাতীয় অর্থনৈতিক পরিবর্তনের ফলে গ্রামীণ বুর্জোওজি (bourgeoisie)-র আবির্ভাব সুনিশ্চিত হয়ে যাওয়া।

ষোড়শ শতকের ইউরোপীয়দের কাছে এই নিত্যব্যবহার্য এবং বিশেষ করে খাদ্য-শস্যের ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধির কারণ ও প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সচেতনতা ছিল অস্পষ্ট। প্রাকৃতিক কারণে মূল্যের হের-ফের ঘটা অস্বাভাবিক ছিল না এবং এই বৃদ্ধি বছরে দুই বা তিন শতাংশের বেশি হতো না। কিন্তু ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে তা নিরবচ্ছিন্নভাবে বাড়তে থাকে এবং প্যালারমো থেকে স্টকহলম, লন্ডন থেকে নভ্‌গোরড পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকায় এই মূল্য বৃদ্ধির প্রতিক্রিয়া জনজীবনে তীব্রভাবে অনুভূত হতে থাকে। ইংল্যান্ডে পনেরো শতকের তুলনায় এই বৃদ্ধি ছিল পাঁচগুণ, ফ্রান্সে ৭ গুণ, দক্ষিণ স্পেনে আরও বেশি। উঁচু হারে মজুরি পাওয়া একজন ফরাসি রাজমিস্ত্রি ১৪৮০ খ্রিস্টাব্দে তার দৈনিক মজুরি দিয়ে ৩০ পাউন্ড রুটি কিনতে পারতো, ১৫৫০ খ্রিস্টাব্দে দশ পাউন্ডের বেশি নয়। ইংল্যান্ডের কারিগর শ্রেণীর অবস্থা আলাদা ছিল না। লাঙ্গদকের কৃষি-শ্রমিকদের ক্রয় ক্ষমতা কমে গিয়েছিল ৫৬%।

প্রথম দিকে মানুষের অর্থলিপ্সাকেই এই দুর্বিপাকের জন্য দায়ী করা হতো এবং ধর্মীয় নেতা ও প্রচারকরা মজুতদার এবং সুদের কারবারীদের বিরুদ্ধে বিষোদ্‌গার করতে থাকেন। জার্মানির ডিয়েটগুলি ফুগার (Fuggers) এবং অন্যান্য বড়ো বাণিজ্যিক সংস্থাগুলিকেই এই দুর্বিপাকের জন্য দায়ী করেছিল। ইংল্যান্ডে খাজনা-বৃদ্ধিকারী ভূস্বামীদের

Scanned with CamScanner

বিরুদ্ধে জনরোষ পুঞ্জীভূত হতে থাকে, আর খাদ্যশস্যের মজুতদার এবং মহাজনদের উপর নিন্দা বর্ষিত হতে থাকে সর্বত্র। অনেক এলাকায় "ব্রেড রায়টে"-র (রুটির জন্য দাঙ্গা) সময় এরাই আক্রান্ত হয়েছিল খাদ্যশস্যের দাম বাড়ানোর কারণে। আর জমিদাররা খাজনা বাড়ানোর ফলে কৃষি উৎপাদন ব্যয় সাপেক্ষ হয়ে যাওয়ায় খাদ্যশস্যের মূল্যবৃদ্ধিও অনিবার্য হয়ে ওঠে। এর প্রতিক্রিয়ায় এক শতকের মধ্যে বছরে ২ শতাংশ হারে এই বৃদ্ধি পৌঁছেছিল ৫০০ শতাংশতে যা আধুনিককালের মাপকাঠিতে অস্বাভাবিক বলে বোধ না হলেও, ঐ সময় ছিল অভাবিত। ষোড়শ শতকের এই দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি কিন্তু বাজার অর্থনীতির নিয়মানুসারে হয়নি, ফলে তা অর্থনৈতিক জগতে অদৃষ্টপূর্ব প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

খাদ্যশস্য সমেত নিত্যব্যবহার্য পণ্যের এই নিরবচ্ছিন্ন মূল্যবৃদ্ধি সাধারণ মানুষের কাছে একটা প্রহেলিকা বলে মনে হলেও, ঐতিহাসিক, ধনবিজ্ঞানী এবং সমাজতাত্ত্বিকরা এর প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান শুরু করেন ষোড়শ শতকের শেষের দিক থেকে। ফরাসি রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বোঁদা ১৫৬৮ খ্রিস্টাব্দে 'ন্যায্য মূল্যে'র তত্ত্বটা যে অলীক তা উপলব্ধি করে সর্বপ্রথম এটা স্পষ্ট করে দেন যে, পণ্য এবং অর্থের প্রাচুর্য এবং তাদের পারস্পরিক সম্পর্কই মূল্যের ওঠা-নামা নির্ধারিত করে দেয়। ষোড়শ শতকে বেশিরভাগ সরকারের চালু মুদ্রার পরিমাণ এবং মূল্যের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক বিষয়ে কোনও জ্ঞান ছিল না। বোঁদার মতে, অর্থের এই অতি প্রাচুর্যের পিছনে ছিল স্পেনীয় শাসনাধীন দক্ষিণ আমেরিকা থেকে বিপুল পরিমাণ সোনা-রুপোর ইউরোপে পৌঁছনোর ঘটনা। এই প্রক্রিয়া স্পেনকে ইউরোপের সমৃদ্ধতম দেশে পরিণত করে দেয় এবং বিভিন্ন সূত্রে তা মহাদেশে ছড়িয়ে পড়ার প্রতিক্রিয়ায় মুদ্রাস্ফীতি অনিবার্য হয়ে ওঠে। বোঁদা পরিবেশিত এই তত্ত্ব বিশ শতকের ঐতিহাসিক হ্যামিলটনও গ্রহণ করেছিলেন।

তবে অর্থনীতিবিদ কার্লো চিপোল্লা (Cipolla) এই 'মূল্যবিপ্লবে'র তত্ত্বটা যে অতিরঞ্জিত তা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে যে ঐ সময়ে খাদ্যশস্যের মূল্যবৃদ্ধি বছরে ১·৪%-এর বেশি হয়নি। পিয়ের (Pierre), হিউগুয়েট চাউনু (Huguette Chaunu), ভিলার (Villar), এবং গোডিনহো (Godinho)-র গবেষণা দ্রব্যমূল্যের অস্বাভাবিক বৃদ্ধির তথ্য স্বীকার করে এটাও জানিয়েছেন যে, ইউরোপে আমেরিকার সোনা-রুপোর আগমন এর কারণ ছিল না, কেন না মহাদেশে প্রভূত পরিমাণ 'বুলিয়ন' আসতে আরম্ভ করে অনেক পরে, ১৬৫০ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে। চাউনুর দেওয়া হিসেব অনুযায়ী ১৫৩১-৪০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ইউরোপে সোনা-রুপো এসেছিল ২৩৬·৩ টন, ১৫৫১ থেকে ১৬০০ খ্রিস্টাব্দে মধ্যে ৩০৯৩·৯ টন। সুতরাং দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির আগে নয়, সোনা-রুপোর অত্যধিক আমদানি ঘটেছিল তার পরে। কোয়েনিজ্‌সবার্গার এবং মসও এই মত সমর্থন করেন যে দ্রব্যমূল্য অস্বাভাবিকভাবে বাড়ছিল ষোড়শ শতকের প্রথমার্ধ থেকে এবং মধ্য ইউরোপে ১৪৫০ খ্রিস্টাব্দ থেকেই

Scanned with CamScanner

প্রচুর পরিমাণে রুপো খনি থেকে উত্তোলিত হচ্ছিল। বোহেমিয়ার জোয়াকিম্‌সস্থাল-এর টাকশালে তৈরি রুপোর মুদ্রা 'থেলার' (thaler) নামে পরিচিত হয়। (thaler থেকেই উদ্ভূত হয়েছে 'dollar' শব্দটি)। সুতরাং 'quantity theory'-র প্রবক্তারা বোঁদার তত্ত্ব সমর্থন করেননি।

তাছাড়া, আমেরিকা থেকে স্পেনের সেভিলে যে রুপো পৌঁছতো তা আমদানিকৃত পণ্যের দাম মেটানো ছাড়াও বিদেশে স্পেনীয় সেনাদের ব্যয়ভার বহন এবং জার্মানি ও জেনোয়ার ব্যাঙ্কারদের ঋণশোধ বাবদ খরচ হয়ে যেতো। সুতরাং স্পেন সোনা-রুপোর উদ্বৃত্ত নয়, ঘাটতির সম্মুখীন হয়েছিল এবং সে দেশে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ও মূল্যবান ধাতুর ঘাটতি, 'কারেন্সি ইনফ্লেশন নয়' 'ক্রেডিট ইনফ্লেশনে'র কারণ হয়ে উঠেছিল। তাছাড়া, মুদ্রাস্ফীতির অভ্রান্ত লক্ষণ—সবধরনের পণ্যমূল্য বৃদ্ধি, মহাদেশে তাও ঘটেনি। অত্যধিক দাম বেড়েছিল খাদ্যশস্য এবং উলের, শিল্পজাত পণ্যের মূল্যবৃদ্ধির মধ্যে কোনও অস্বাভাবিকতা ছিল না। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে স্পেনসহ পশ্চিম ইউরোপে মুদ্রাস্ফীতির জন্য আমেরিকা থেকে সোনা-রুপোর আমদানিকে দায়ী করা যায় না।

বোঁদার তত্ত্বের বিকল্প হিসেবে মূল্যবিপ্লবের জন্য জনস্ফীতির তত্ত্বকে খাড়া করা হয়ে থাকে। যদিও ঐ সময় জনস্ফীতির সঠিক পরিমাণ নিরুপণ দুঃসাধ্য। তবে বিভিন্ন নগর, জেলা এমনকি প্রদেশের লোকসংখ্যার হিসেব, পরিবারের সংখ্যা, ভূমিসংক্রান্ত রেজিস্টার, সামরিক বাহিনীর সদস্যসংখ্যার তালিকা এবং প্যারিশ রেজিস্টারে জন্ম, বিবাহ, মৃত্যুর নিবন্ধীকরণের হিসেব থেকে মোটামুটিভাবে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির গতি প্রকৃতি অনুমান করা যায়। ১৫০০ খ্রিস্টাব্দে কনস্ট্যান্টিনোপল, নেপল্‌স, ভেনিস, মিলান, ফ্লোরেন্স এবং পারীর জনসংখ্যা প্রায় ১ লক্ষ বা তার বেশি ছিল। 'ব্ল্যাকডেথে'র বলির কথা স্মরণে রেখেও বলা যায় যে, ঐ সংখ্যা ছিল ক্রমবর্ধমান। ভেনিসের লোকসংখ্যা ১২/১৩ বছরের মধ্যে বেড়েছিল ৬৮ হাজার, মিলানের ৮০ হাজার, পারীর ১ লক্ষ। রোম, প্যালারমো, মেসিনা, মার্সেই, লিস্‌বন, সেভিল, লন্ডন এবং অ্যান্টওয়ার্পের জনসংখ্যাও রীতিমতো বেড়ে গিয়েছিল। ছোটোখাটো বহু নগর বিরল-বসতি হয়ে উঠলেও বেশিরভাগের জনসংখ্যা বৃদ্ধি ঘটেছিল উল্লেখযোগ্যভাবে। বড়ো শহরগুলিতে মৃত্যুর হার এমনই ছিল যে অভিবাসন সেই ক্ষতি পূরণ করে দিতো। আর, গৃহযুদ্ধ বা ব্যারণদের পারস্পরিক হানাহানি কমতে থাকায় পথঘাট নিরাপদ হতে থাকে এবং দেশ থেকে দেশান্তরে যাওয়া-আসা সহজ হয়ে ওঠে।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে পশ্চিম ও দক্ষিণ ইউরোপে খেতখামারের উপর চাপ স্বাভাবিকভাবেই বাড়ছিল, ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যাও ছিল ক্রমবর্ধমান। বিরলবসতি অঞ্চলে বা উপনিবেশে উদ্বৃত্ত, অনাবশ্যক মানুষকে পাঠিয়েও এই সমস্যা মেটানো যায়নি। তাই খাদ্যশস্য উৎপাদন ও চাহিদার ভারসাম্য বিঘ্নিত হতে থাকে। খাদ্যশস্য

Scanned with CamScanner

ছাড়াও রুটি, মাংস, উল, জ্বালানি, ঘরবাড়ি তৈরির উপকরণ ইত্যাদি অত্যাবশ্যক দ্রব্যের দাম ভীষণ বেড়ে যায়। বিভিন্ন এলাকায় ফলমূলের চাষে কোনও সুরাহা হয়নি। তাছাড়া, কৃষিক্ষেত্র বা বাগিচায় প্রয়োজনীয় পরিমাণ মূলধন বিনিয়োজিত না হওয়ায় খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি হয়েছিল প্রান্তিক। উপরন্তু খাদ্যশস্য উৎপাদনের ব্যয় বৃদ্ধির সঙ্গে আরম্ভ হয় খাজনা বৃদ্ধি। অপেক্ষাকৃত অনুর্বর জমিতে, দুর্গম এলাকায় চাষাবাদের চেষ্টাতেও বিশেষ লাভ হয়নি। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল মজুরি বৃদ্ধি। এই সমস্ত কিছুর সম্মিলনের ফলে সৃষ্ট হয়েছিল মূল্যবিপ্লব—যদিও কৃষিজ পণ্য ও শিল্পজাত পণ্যের মূল্যবৃদ্ধির মধ্যে ফারাকটা উল্লেখযোগ্য থেকে গিয়েছিল।

পশ্চিম ইউরোপের গ্রামীণ অর্থনীতিতে বিপ্লবাত্মক মূল্যবৃদ্ধির প্রতিক্রিয়া নির্ণয়ের আবশ্যিক উপাত্তের (data) অভাব এ বিষয়ে সর্বজনগ্রাহ্য কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণের অন্তরায়। ইংল্যান্ডে কপি-হোল্ডাররা (যারা দুই বা তিন প্রজন্ম ধরে লিখিত দলিল বা অলিখিত, পরম্পরাগত প্রথার বলে ভূমিস্বত্ব ভোগ করতো) জমির উপর অধিকার হারাতে শুরু করে। কেননা খাদ্যশস্যের মূল্যবৃদ্ধির ফলে বর্ধিত আয়ের লোভে ভূস্বামীরা নিজেরাই চাষাবাদে অংশ নিতে থাকে অথবা স্বল্পমেয়াদি শর্তে বৃহৎ ভূখণ্ড রায়তদের (tenant farmer) ইজারা দিতে আরম্ভ করে। তবে কয়েকটি এলাকা ছাড়া এই প্রক্রিয়ার ব্যাপকতা জানার উপায় নেই। ইংল্যান্ডের সমাজ মহাদেশের রাজ্যগুলির তুলনায় বেশি গতিশীল হওয়ায় ষোড়শ শতক থেকেই বহু মানুষ ব্যবসা-বাণিজ্যে অংশ নিয়ে অর্থ উপার্জন করে তা জমিতে বিনিয়োগ করেছিল যাতে তাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ভূস্বামীর সামাজিক মর্যাদা পেতে পারে। মহাদেশেও 'মূল্যবিপ্লবে'র সামাজিক প্রতিক্রিয়া নির্ধারণের জন্য আবশ্যিক পরিসংখ্যান দুর্লভ। অবশ্য নেদারল্যান্ডস-এর হেনপ্ট (Hainault) প্রদেশে জমি থেকে আয় সম্পর্কে কিছু তথ্য ঐতিহাসিকদের আয়ত্তে থাকায় তাঁরা জানাচ্ছেন যে মূল্যবৃদ্ধির ফলে মাঝারি এবং বড়ো জমির মালিকরা ছোটোখাটো খেতখামারের মালিকদের তুলনায় যথেষ্ট লাভবান হয়েছিল। ফ্লাঁদরের কাছাকাছি যে সব খাদ্য-উৎপাদনকারী এলাকা ছিল তারা শিল্পোৎপাদক নগরগুলির বাজারের সহায়তা পায়।

ফ্রান্স এবং ইতালিতে ক্ষুদ্র, অপেক্ষাকৃত নিচের তলার ভূস্বামীরা যে মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে ভূমিরাজস্ব বৃদ্ধির তাল রাখতে পারেনি—তা প্রমাণিত হয় এই তথ্য দ্বারা যে এই শ্রেণীভুক্ত অসংখ্য তথাকথিত অভিজাত উপার্জনের তাগিদে স্বদেশের অন্তর্দ্বন্দ্বে বা বিদেশের যুদ্ধবিগ্রহে অংশ নিতে বাধ্য হয়েছিল। সম্ভবত খণ্ডীকৃত জমি থেকে আয় কম হওয়ার আশঙ্কায় ইতালিতে পারিবারিক ভূসম্পত্তি যাতে একাধিক উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বণ্টিত না হয় সেজন্য ভূস্বামীদের আইনী সাহায্য নিতে দেখা গিয়েছিল। ইউরোপের বহু রাজতন্ত্রাধীন রাষ্ট্রে রাজকীয় বিচারালয়গুলি সচেষ্ট হয়ে ওঠে যাতে মূল্যবৃদ্ধির অজুহাতে ভূস্বামীরা তাদের ভ্যাসাল ও প্রজাদের ভূমিরাজস্ব ও অন্যান্যদের কর বাড়াতে

Scanned with CamScanner

না পারে। এর প্রতিক্রিয়ায় সিনররা আরও বেশি করে তাদের 'প্রিভিলেজ'-এর আড়ালে আশ্রয় নিতে থাকে এবং নতুন একটা তত্ত্ব derogeance-এর উদ্ভাবন করে। ১৫৬০ খ্রিস্টাব্দে ফরাসি সরকার তাকে আইনের মর্যাদা দিতে বাধ্য হয়। এর ফলে ফ্রান্স এবং উত্তর ইতালির ফ্রান্স সংলগ্ন এলাকায় ব্যবসা-বাণিজ্যে নিযুক্তরা অভিজাতদের পাওয়া এই সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়।

পশ্চিম ও দক্ষিণ ইউরোপে শ্রেণী হিসেবে উচ্চতর অভিজাত গোষ্ঠী মূল্যবিপ্লব প্রসূত অর্থনৈতিক সঙ্কট নানা উপায়ে কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করেছিল। রোমের অভিজাতরা রোমের বাজারে মাংস ও চীজের চাহিদা বৃদ্ধি লক্ষ্য করে আবাদী জমিকে পশুচারণ ভূমিতে রূপান্তরিত করে। স্পেনীয় সরকার খাদ্যশস্যের সর্বোচ্চ মূল্য (the tasta) নির্ধারিত করে দিয়েছিল। কিন্তু অভিজাতরা tasta-র বিধিনিষেধ অগ্রাহ্য করে খাদ্যশস্য বেশি দামে বাজারে বিক্রি করতে থাকে। তাছাড়া জনসংখ্যা বৃদ্ধিজনিত জমির উপর চাপের কারণে ভূস্বামীরা মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে তাল রেখে খাজনার হারও বাড়িয়ে ছিল। দক্ষিণ ও পশ্চিম ইউরোপে আইনত স্বাধীন কৃষকদেরও সামন্ততান্ত্রিক কর এবং সিনরদের একচেটিয়া অধিকারের কুফল ভোগ করতে হয়। আরাগন ও কাটালোনিয়াতে অভিজাতদের নিপীড়ন থেকে কৃষকদের রক্ষা করতে পারেনি স্পেনীয় রাজশক্তি।

পশ্চিম জার্মানিতে অভিজাত ভূস্বামীদের পক্ষেও মূল্যবিপ্লবজাত সঙ্কট কাটিয়ে ওঠা সহজ হয়নি। ঐ অঞ্চলে ভূমিদাস প্রথা এই সময়ে সর্বজনীন হয়ে না উঠলেও সাবেকি বিধি বিধান এককভাবে লঙ্ঘন করতে তারা অক্ষম হয়। ফলে তারা খাজনা বাড়াতেও পারেনি। কিন্তু ব্যাভেরিয়া এবং অস্ট্রিয়াতে ভূমিদাস প্রথা চালু থাকায় ডিউক এবং আর্চডিউকরা ভূস্বামীদের খাজনা বাড়ানোয় আপত্তি করেনি। এল্‌ব-এর উত্তর এবং দক্ষিণাঞ্চলে পরিস্থিতিটা ছিল একেবারেই আলাদা। হলস্টেন এবং ডেনমার্কে অভিজাত ভূস্বামীরা জার্মানির উত্তর পশ্চিম এবং হল্যান্ডের নগরগুলিতে খাদ্যশস্য এবং ডেয়ারি-জাত দ্রব্যের ভাল বাজার পাওয়ায় উৎপাদক এবং মধ্যগের ভূমিকা নিয়ে প্রচুর লাভ করতো। স্বদেশীয় ক্রেতাদের চেয়ে ভিন্ দেশের বাজারই ছিল তাদের অন্বিষ্ট। আর, লাভের আশায় বহু ক্ষেত্রেই তারা কৃষকদের উৎখাত করে নিজেদের খাসজমি বাড়িয়েছিল এবং স্বাধীন খেতমালিকদের অধিকাংশই পরিণত হয়েছিল কৃষিশ্রমিকে, এমনকি ভূমিদাসে।

মূল্যবিপ্লবের ফলে পূর্ব জার্মানি এবং পোল্যান্ডে অভিজাতরা আরো বেশি লাভবান হয়েছিল। মধ্যযুগের শেষের দিকে নগরাঞ্চলে এবং আরও পূর্বদিকে-কৃষক অভিবাসনের ফলে বহু গ্রাম বিরলবসতি হয়ে পড়ে এবং অভিজাতরা এই সুযোগে নিজেদের খাসজমি বাড়াতে থাকে। খাদ্যশস্যের মূল্যবৃদ্ধি এবং দক্ষিণ ও পশ্চিম ইউরোপে রাই, কাঠ, ফার এবং অন্যান্য অরণ্য সম্পদের ভাল বাজার গড়ে ওঠায় তারা এই সমস্ত শস্য ও পণ্য উৎপাদনে, স্বল্পতম মজুরি দিয়ে, কৃষকদের বাধ্য করে। শেষপর্যন্ত এই কৃষকরাই পরিণত হয় ভূমিদাসে। ব্রান্ডেনবার্গের ইলেক্টর, ম্যাকলেনবার্গের ডিউকরা

Scanned with CamScanner

এবং পোল্যান্ডের রাজাও কৃষকদের বাঁচতে পারেননি। এই অঞ্চলে যুঙ্কারদের (Junker) প্রতিপত্তি বৃদ্ধির এটাই ছিল মূল কারণ। আর, ভূস্বামীরা মধ্য ইউরোপের নদীপথে খাদ্যশস্য রপ্তানি করতো। ডানজিগ বন্দরে এবং ডাচ ও ব্রিটিশ বণিকদের সঙ্গে সরাসরি লেনদেন করায় তাদের লাভের অঙ্কটাও রীতিমতো বেশি হতো।

মূল্যবিপ্লবের একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রতিক্রিয়া হিসেবে দেখা দিয়েছিল কৃষির বাণিজ্যিকীকরণ ও পুঁজি-নির্ভর কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থার পত্তন। এই প্রক্রিয়া সবচেয়ে লক্ষ্যণীয় হয়ে ওঠে ইংল্যান্ডে যেখানে ইতিমধ্যেই ত্রিস্তর উৎপাদন বাবস্থা চালু হয়ে গিয়েছিল। ইংল্যান্ডেই খাদ্যশস্য উৎপাদন এবং পশুপালন একে অন্যের পরিপূরক হয়ে ওঠে এবং এই পদ্ধতি জমির গুণগত মানও উন্নত করে দেয়। তবে এই সময় থেকে পশমের চাহিদা বাড়তে থাকায় ইংরেজরা ক্রমশ মেষ পালনে অধিকতর আগ্রহী হয়ে ওঠে, শুরু হয় জমি বেষ্টনীবদ্ধ করার প্রক্রিয়া। আর, পশম ব্যবসায়ীরাই ইংল্যান্ডে পুঁজিবাদের প্রবর্তন করে। শুধু তাই নয় ইংল্যান্ডে (এবং ইউরোপের অন্যান্য বহু দেশেও) সামাজিক বিন্যাস এই ধরনের প্রক্রিয়ার ফলে দ্রুত পাল্টাতে থাকে। কৃষিজীবী ও ভূস্বামীর মধ্যে বহু শতকের সম্পর্কের অবসান ঘটে এবং বহু প্রাচীন পরিবার যুগের সঙ্গে তাল রাখতে না পেরে অবক্ষয়ের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে এবং আবির্ভাব ঘটে নতুন বিত্তশালী শ্রেণীর। মার্ক ব্লখ এই প্রক্রিয়াকেই বলেছেন "the victory of agrarian individualism over collectivism."

তাছাড়া, মূল্যবিপ্লবের ফলে জমির দামই শুধু বাড়েনি, তা একটা বিক্রয়যোগ্য পণ্যে পরিণত হয়, খাদ্যশস্যের একটা আন্তর্জাতিক বাজার গড়ে ওঠে এবং দ্রুততর হয়ে যায় কৃষির বাণিজ্যিকীকরণ। অর্থনীতির এই বিপ্লবাত্মক পরিবর্তনের অভিঘাতে সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত অভিজাতদের (feudal nobility) প্রয়োজনও হ্রাস পেতে শুরু করে। সামন্তপ্রথা বহু শতক ধরে যে ক্ষমতা-কাঠামোর মধ্যে সক্রিয় ছিল তার মধ্যে বহু রাজনৈতিক সামাজিক এবং অর্থনৈতিক কর্তৃত্ব অনুপ্রবিষ্ট হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু চতুর্দশ শতক থেকে পশ্চিম ইউরোপে মূল্যবিপ্লবের প্রতিক্রিয়ায় জমি আর শুধু বিক্রয়যোগ্য পণ্যেই পরিণত হয়নি, তা সামাজিক ও সামরিক মর্যাদা এবং প্রতিপত্তির উৎস হয়ে ওঠে। কিন্তু পশ্চিম ইউরোপে সামন্তপ্রভুরা এই পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে তাল মেলাতে অক্ষম হওয়ায় নিকট ভবিষ্যতে তাদের অন্তর্ধানও একটা নিশ্চিত ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় পরিণত হয়।

মূল্যবৃদ্ধির দীর্ঘ স্থায়িত্ব পশ্চিম ইউরোপের সাবেকি সামাজিক বিন্যাসও যথেষ্ট পাল্টে দিয়েছিল। এর ফলে বেশ কিছু মানুষ নিঃস্ব হয়ে গিয়েছিল, আবার অনেকে অভাবিত রূপে বিত্তশালী হয়ে ওঠে। সাধারণভাবে নগরগুলিতে মূল্যবিপ্লবের প্রতিক্রিয়ার তীব্রতা ছিল বেশি। কেননা নাগরিকরা শিল্পজাত পণ্যের বিনিময়ে খাদ্যশস্য কিনতো এবং শস্যমূল্য বৃদ্ধি, অন্যান্য পণ্যের চেয়ে অনেক দ্রুত হারে বাড়াতে থাকায়, তাদের

Scanned with CamScanner

সঙ্কট বিপজ্জনক মাত্রায় পৌঁছে যায়। অনুরূপভাবে যে সমস্ত জমিদার নগদে খাজনা নিতেন তাঁদের চেয়ে যাঁরা তখনো শস্যে খাজনা নেওয়ার রীতি অনুসরণ করতেন তাঁরাই প্রভূত লাভবান হন। সাধারণভাবে কৃষকরা খাদ্যশস্যের মূল্যবৃদ্ধির কারণে বিপদে পড়েনি, কিন্তু ভোগের জন্য উৎপাদিত পণ্য ফুরিয়ে গেলে অথবা এ জাতীয় পণ্য উৎপাদন খুব বেশি কৃষিশ্রমিক নির্ভর হলে, কৃষকদের দুর্গতিও বাড়তো।

সর্বব্যাপী এই সঙ্কট থেকে বাঁচার উদ্দেশ্যে কৃষিজাত পণ্যের একটা বড়ো অংশ যাতে বাজারজাত করা যায়, বিশেষ করে যে সমস্ত খাদ্যশস্যের ব্যাপক চাহিদা ছিল সেই সব ফসলের উৎপাদন যাতে বাড়ানো যায়—সে বিষয়ে সচেষ্ট হওয়াটা একটা সর্বজনীন প্রবণতায় পরিণত হয়েছিল। ফলে প্রতিটি কৃষক পরিবার খুব ছোটোখাটো ক্ষেত্রেও খাদ্যশস্য উৎপাদনের চেষ্টা করতে থাকে। এই প্রবণতা অন্য এক ধরনের প্রক্রিয়ার জন্ম দেয়। সৌভাগ্য যাদের বেশি তারা উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্য বিক্রি করে বিত্তশালী হয়ে ওঠায়, মন্দভাগ্যদের কাছ থেকে টুকরো জমি বা 'কমন রাইটস' কিনে নেওয়াটা তাদের পক্ষে সহজ হয়ে যায়। এর ফলে প্রায় প্রত্যেক গ্রাম উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্য বিক্রয়ে সক্ষম, বড়ো খেতখামারের মালিক এবং ছোটোজমির মন্দভাগ্য মালিক এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে যায়। এই বিভাজন, বৈষম্য আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন শেষোক্তদের অনেকে বর্ধিষ্ণু কৃষকের 'জন' হিসেবে জীবিকা অর্জনের স্তরে নেমে যায়। তাছাড়া, ইতিপূর্বে যারা জমিজমা বিক্রি করে নগরে জীবিকার সন্ধানে গিয়েছিল নগরের অর্থনৈতিক মন্দার কারণে তারা গ্রামে ফিরে এসে কৃষিশ্রমিকের বৃত্তি গ্রহণে বাধ্য হয়। পশ্চিম ইউরোপে এভাবেই সুস্থির গোষ্ঠীজীবন থেকে ছিন্নমূল, নিরাপত্তাহীন অসংখ্য মানুষ, সদাসঞ্চরণশীল কৃষিশ্রমিকের সংখ্যা অস্বাভাবিকভাবে বাড়িয়ে দিয়েছিল।

মূল্য বিপ্লবের দীর্ঘমেয়াদি পরিণামও একটা বিতর্কিত বিষয়। তবে মজুরির হার মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে তাল রাখতে না পারায় মজুরি-নির্ভর মানুষের জীবনযাত্রার মান পনেরো শতকের তুলনায় অনেক নিচে নেমে গিয়েছিল। অপরপক্ষে মূল্যের ঊর্ধ্বগতি এবং বাজারের সম্প্রসারণের অধ্যায়ে যারা কৃষিশ্রমিক নিয়োগ করে উৎপাদন অব্যাহত রাখতে পেরেছিল তাদের লাভের অঙ্ক উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে যায়। এই 'মুনাফাস্ফীতি'কে মূলধন বৃদ্ধির অন্যতম উপাদান বলে গণ্যকরা যায়। তবে এই গুরুত্বের সঠিক পরিমাপণ দুরূহ। বাণিজ্যিক এবং শিল্পোদ্যোগে পিছিয়ে পড়া স্পেনে মূল্যবৃদ্ধির সুফল ছিল সামান্য। যে আটলান্টিক-বাণিজ্যের কেন্দ্র ছিল সেভিল, তার লাভের সিংহভাগ চলে যায় জেনোয়া এবং দক্ষিণ জার্মানির বণিক ও ব্যাঙ্কারদের হাতে। আর বাকি অংশ স্পেনীয় রাজতন্ত্র ব্যয় করে যুদ্ধ বিগ্রহের খাতে।

অন্যত্র 'মুনাফা'-স্ফীতি বণিক-ব্যবসায়ী মহলে যে প্রত্যাশা সৃষ্টি করেছিল তা বিনিয়োগ ও মূলধন বৃদ্ধির সহায়ক হয়ে উঠে আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রেরণায় পরিণত হয়। উত্তর ইতালি এবং ফ্লাঁদরে এই প্রবণতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ইতালি

Scanned with CamScanner

পশমী রেশমী এবং দামি বস্ত্র উৎপাদনে সফল হয়ে দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে লেভান্ট পর্যন্ত তার বাণিজ্যিক তৎপরতা ছড়িয়ে দেয়, উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ইংরেজদের অর্ধসমাপ্ত পশমীবস্ত্রের ব্যবসার প্রসার ঘটে। ফ্রান্স, উত্তর জার্মানি এবং বাল্টিক এলাকা ওই বাণিজ্যিক নেটওয়ার্কের সঙ্গে যুক্ত হয় এবং গোটা মহাদেশের বাজার অনেক বেশি পরস্পর-সম্পৃক্ত হয়ে ওঠে। মূল্যবিপ্লবের এই পরোক্ষ এবং দীর্ঘমেয়াদি ফলের গুরুত্ব বিষয়ে অবহিত থাকাটাও জরুরি।

Scanned with CamScanner